আরবাঈন-এ-আতফাল

সংকলক
হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল (রা.)

প্রকাশক
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, ভারত

Arbaeen-e-Atfal
by
Hadhrat Mir Mohammad Ismaeel

Translated into Bengali
by
Mirza Safiul Alam
Murubbi Silsila

শিশুদের মুখস্ত করানোর জন্য

চল্লিশটি সহজ হাদিস

আরবাঈন-এ- আতফাল

সংকলক:
হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল (রা.)

উৎসর্গ:
হযরত মীর মহম্মদ ইসহাক (রা.)

প্রকাশক

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান

প্রকাশক নাজারাত, নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া
কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

ভাষান্তর মির্যা সফিউল আলম, মুরুব্বী সিলসিলাহ

সংস্করণ জুলাই, ২০১৬

সংখ্যা ১০০০

মূদ্রণে ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর,
পাঞ্জাব

Title **Arbaeen-e-Atfaal**

Translated by: Mirza Shafiul Alam, Murabbi Silsila

Edition July, 2016

Copy 1000

Published by: **Nazarat Nashr-o-Ishaat**
Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian
Gurdaspur, Punjab

Printed at: Fazle Umar Printing Press, Qadian
Punjab, India

ভূমিকা

ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মদ (সা.) নিজ জীবনে কুরআন করীমকে বাস্তবায়িত করে তাঁর অনুগামীদের সামনে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান তুলে ধরেছিলেন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান ইসলামের ধারক ও বাহক মুসলমানরা আজ আমাদের প্রিয় নবীর সেই শিক্ষা ও আদর্শ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে রসূলুল্লাহ (সা.) এর এহেন আদর্শকে ধরে রাখতে পারে সেইজন্য হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) ছোট ছোট চল্লিশটি হাদিসকে একত্রিত করে 'আরবাঈন আতফাল' নামে উর্দু ভাষায় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন। যাতে সাধারণ মানুষ, মহিলা ও শিশুরা এই হাদিসগুলিকে সহজে বুঝতে ও মুখস্ত করতে পারে।

পুস্তিকাটির বাংলায় অনুবাদ করেছেন জনাব মির্যা সফিউল আলম সাহেব, নায়েব এডিটর, সাপ্তাহিক বাংলা বদর পত্রিকা। নাজারত নশর ও এশায়াত পুস্তিকাটির বাংলা ভাষায় প্রকাশ করছে।

এছাড়া পুস্তিকাটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহতায়ালা তাদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

প্রকাশক
শেখ মোহাম্মদ আলি
সদর এশায়াত কমিটি,
পঃ বঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অবতরণিকা

[হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)]

মহানবী (সা.) বলেছেন-“আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ধর্ম শেখানোর উদ্দেশ্যে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে আল্লাহ তা’লা তাকে কিয়ামতের দিনে শরিয়ত বিষারদ হিসেবে গণ্য করবেন এবং আমি তার জন্য সুপারিশ করব এবং তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব।”

মহানবী (সা.)-এর এই বাণীকে শিরোধার্য করে আমিও চল্লিশটি হাদিস এমনভাবে নির্বাচন করে সেগুলির সংকলন তৈরী করেছি যেগুলি সাধারণ মানুষ, মহিলা এবং শিশুদের জন্য বোঝা এবং মুখস্ত করা সহজ হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ হাদিসই দু’টি শব্দ বিশিষ্ট। তিনটি শব্দ বিশিষ্ট হাদিসও আছে যেগুলির মধ্যে একটি শব্দ এমন রয়েছে যা প্রত্যেক উর্দুভাষী সহজে বুঝতে পারে।

মহানবী (সা.) -এর উপরোক্ত বাণী ছাড়াও চল্লিশটি হাদিস সংকলনকারী সম্পর্কে হাদিসে রয়েছে -

مَنْ تَرَكَ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا بَعْدَ مَوْتِهٖ فَهُوَ رَفِيْقِيْ فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি মৃত্যুর পশ্চাতে চল্লিশটি হাদিস রেখে গেছে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।” এই কারণেই আমি এই হাদিসগুলিকে একত্রিত করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলাম। আল্লাহ তা’লা এটিকে গ্রহণ করুন এবং এই সংকলনটি থেকে মানুষ উপকৃত হোক। আমীন॥

নোট: এই সংকলনে হযরত শাহ ওলী উল্লাহ (রহ.)-এর আরবাঈন থেকে কোন হাদিস নেই।

1 - اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

(ধর্মের সারমর্ম হল মঙ্গল কামনা করা)

মঙ্গল কামনা সৃষ্টিকুলের হতে পারে, বা রসুলের বা খোদার হতে পারে। অর্থাৎ খোদা তা'লা যে ধারা প্রবর্তন করেছেন তার উন্নতির জন্য চেষ্টাবান থাকা, তবলীগের ক্ষেত্রে রসুলের সহায়তা করা এবং সৃষ্টির প্রতি করুনা প্রদর্শন করা।

2- اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

(ক্রোধ থেকে বিরত থাক)

কেননা, ক্রোধ সাধারণত, গাল-মন্দ, বিশৃঙ্খলার কারণ হয় এমনকি এর কারণে হত্যা পর্যন্ত ঘটে।

3- اَدُّوْا زَكٰوتَكُمْ

(তোমরা যাকাত প্রদান কর)

কেননা, যাকাত হল অভাবগ্রস্তদের প্রতি

সহায়তা এবং এটি সম্পদকে পবিত্র করে।

4- اِحْفَظْ لِسَانَكَ

(তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত (রক্ষা কর) রাখ)

মিথ্যারোপ, মিথ্যা, পরচর্চা, পর-নিন্দা, ঝগড়া, কলহের বিষয় থেকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক।

5- اَرْحَامُكُمْ اَرْحَامُكُمْ

(তোমাদের নিকট আত্মীয়রা তোমাদের রক্তের সম্পর্কেরই আত্মীয়)

এই কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের মনতুষ্টি, তাদের প্রতি সদাচার এবং সহায়তা অধিক করা প্রয়োজন।

6- اَرْشِدُوْا اَخَاكُمْ

(নিজের ভাইয়ের পথ-প্রদর্শন কর)

অর্থাৎ শিক্ষা, তরবীয়ত ও উপদেশ দ্বারা

নিজের ভাইয়ের উপকার করতে থাক যেন সে পুণ্যবান হয়।

7- اِشْفَعُوْا تُوْجَرُوْا

(সুপারিশ করার অভ্যাস তৈরী কর, কেননা সুপারিশ করারও প্রতিদান পাওয়া যাবে।)

পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যেগুলি সুপারিশ দ্বারা হয়। যদি কোন সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার কারণে তার উপকার হয় তবে কখনো কার্পণ্য করা উচিত নয়, তবে শর্ত হল কারোর প্রতি যেন অবিচার না হয়।

8- اَسْلِمْ تَسْلَمْ

(ইসলাম গ্রহণ কর। তাতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।)

এই কারণেই ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

9- اَطِـعْ اَبَاكَ

(নিজ পিতার আনুগত্য কর)

পিতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য কেবল সৌভাগ্যের কারণই নয় বরং পিতা সন্তানের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ও অভিজ্ঞ হওয়ার কারণে তার আনুগত্য করা মঙ্গলজনক।

10- اِعْـتَكِفْ وَصُـمْ

(এতেকাফে বস এবং সাথে রোযাও রাখ)

অর্থাৎ রোযা ব্যতিরেকে এতেকাফ হতে পারে না। এতেকাফকারীর জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। নচেৎ এতেকাফ বৃথা।

11- اَعْـلِـنُوا النِّكَاحَ

(নিকাহ ঘোষণা সহকারে কর।)

অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের গোপন নিকাহ অবৈধ।

12- اَكْـرِمِ الشَّعْرَ

(চুলের সম্মান কর)

অর্থাৎ চুল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ এবং চিরুনী ব্যবহার কর। দ্বিতীয়তঃ ছেলেদের দাড়ি গোঁফ গজালে তাদের সাথে ছোটদের ন্যায় আচরণ করো না। তৃতীয়তঃ শুভ্র কেশধারী ব্যক্তির প্রতি তার চুলের জন্য সম্মান প্রদর্শন কর।

13- اَلْاَعْمَالُ بِالْخَـوَاتِيْمِ

(কর্মের গ্রহণীয়তা পরিণামের উপর নির্ভর করে।)

যদি পরিণাম শুভ হয় তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কর্ম গৃহীত হয়েছে। নচেত তা বৃথা।

14- اُوْصِيْكُمْ بِالْجَارِ

(আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি)

নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার এটিও একটি অব্যর্থ উপায়।

15- اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ

(নিজেদের সন্তানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর)

যেন তাদের মধ্যে আত্মাভিমানের চেতনা সৃষ্টি হয় এবং তারা মন্দ বিষয় ও কাজ থেকে বিরত থাকে। বাচ্চাদের সব সময় 'তুই' বলে সম্বোধন করাও অনুচিত।

16- اَلْاَمَانَةُ عِزٌّ

(গচ্ছিত সম্পদ রক্ষা করা সম্মানের কারণ)

পৃথিবীতে বিশ্বস্ততার এত সম্মান রয়েছে যে, প্রত্যেক রসুল নিজের জাতিকে বিশ্বস্ততা দ্বারা প্রথমে নিজের সম্মান স্বীকার করিয়েছে। এর পর তাদেরকে কাছে সত্যের সংবাদ জানিয়েছেন।

17- اَلْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ

(ডান দিকে অবস্থানকারীর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য)

কিছু অধিকার রয়েছে যে ক্ষেত্রে মজলিসে ডানদিকে অবস্থানকারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন। যেমন, খাদ্য পরিবেশন, পরামর্শ চাওয়া ইত্যাদি।

18- بَجِّلُوا الْمَشَائِخَ

(বুযুর্গদের সম্মান দাও)

কেননা, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুবকদের তুলনায় অধিক হয়ে থাকে।

19- تَعَلَّمُوا الْيَقِيْنَ

(বিশ্বাস করতে শেখ)

সমস্ত কর্মই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এবং বিশ্বাসই হল ঈমানের শেষ পর্যায়। নচেত অবিশ্বাসী

মানুষ কেবল মিথ্যা আস্ফালনেই নিজের জীবনকাল নষ্ট করে ফেলে এবং কর্ম ও ঈমানের উৎকৃষ্ট পরিণাম থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

20- تَهَادُّوْا تَحَابُّوْا

(একে অপরকে উপহার দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর যেন তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।)

পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করার এটিই সবচেয়ে কার্যকরী উপায়।

21- اَلتَّعْزِيَةُ مَرَّةٌ

(শোক জ্ঞাপন একবারই যথেষ্ট)

অর্থাৎ যদি কেউ মারা যায় তবে সেখানে গিয়ে একবার শোক জ্ঞাপন করাই যথেষ্ট হবে। আত্মীয় স্বজন একত্রিত হচ্ছে বলে প্রত্যেককে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে এমনটি জরুরী নয়। এগুলি ইসলাম বহির্ভূত প্রথা।

22- اَلْخَالَةُ وَالِدَةٌ

(মাসিও মাতৃতুল্য)

অর্থাৎ মায়ের মতই মাসির সেবা ও সম্মানও করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন মহিলার মৃত্যু হয় এবং সে বাচ্চা রেখে যায় তবে সেই মহিলার বোনের সঙ্গে বিবাহ করলে তার বাচ্চারা যেন নিজের মাকেই ফিরে পায়।

23- اَلدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(দোয়াই হল প্রকৃত ইবাদত)

যারা ইবাদতকে দোয়া থেকে পৃথক বস্তু রূপে গণ্য করেছে তারা বড়ই ভুল পথে আছে। যেহেতু দোয়ার মাধ্যমে বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এই কারণে বলা যেতে পারে দোয়া হল ইবাদতের সারতত্ব বা দোয়াই হল প্রকৃত ইবাদত।

24- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

(পৃথিবী হল পরকালের জন্য ক্ষেত স্বরূপ)

অর্থাৎ যে পৃথিবীতে যে সকল কর্মের চাষ করবে পরকালে তার প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। যদি এখানে পুণ্য কর্ম কর তবে সেখানে তুমি তার ফল পাবে।

25- صُوْمُوْا تَصِحُّوْا

(রোযা রাখার রীতি অবলম্বন কর যাতে তোমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও)

অর্থাৎ রোযা রাখার এটিও একটি উদ্দেশ্য যার ফলে মানুষ সুস্বাস্থ্য লাভ করে এবং দেহের অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভস্মীভূত হয়ে দেহের ভারসাম্য ফিরে আসে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কোন অসুস্থ ব্যক্তি এইভাবে স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

26- اَلْعَيْنُ حَقٌّ

(দৃষ্টির প্রভাব পড়া সত্য)

দৃষ্টির প্রভাব পড়া বা নযর লাগা যেহেতু মনবিজ্ঞানের একটি শাখার অংশ। এই কারণে এটিকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এই বিষয়টি

দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। অতএব, এখানে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সম্ভব নয়।

27- اَلصَّبْرُ رِضًا

(ধৈর্য হল আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকার অপর নাম)

যখন কোন কিছুই আর হয়ে উঠছে না তখন মুখে কেবল ধৈর্য ধারণ করার কথা বললাম অথচ হৃদয় খোদার তকদীরে অসন্তুষ্ট রয়েছে-এটি ধৈর্য নয়।

28- اَلْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

(মূল্য বৃদ্ধির সময় বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য মজুতকারীরা খোদার রহমত থেকে দূরে অবস্থান করে।)

প্রত্যেক ধর্ম ও জাতিতে এমন ব্যক্তি সত্যিই ঘৃণার পাত্র। তার উদ্দেশ্যই অসৎ। অর্থাৎ মানুষ যখন অনাহারে মরতে শুরু করবে তখন অর্থ উপাজর্ন করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

29- اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

(একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই)

এই কারণে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসুলভ এবং মানবিক আচরণ থাকা উচিত। কুরান মজীদেও বলা হয়েছে اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (অর্থাৎ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই)

30- اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ

(প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পায়)

অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান প্লেগ রোগে মারা যায় তবে তার মৃত্যু হবে একজন শহীদের মৃত্যু। কেননা প্লেগের যন্ত্রণার কারণে তার যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

31- لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

(ওয়ারিসদের জন্য ওসিয়্যত নিষিদ্ধ)

অর্থাৎ যে নিজেই বিধান সম্মতভাবে ওয়ারিস

হয়, যেমন, পুত্র, পিতা বা স্ত্রী, তাদের জন্য অতিরিক্ত ওসিয়্যত করা নিষিদ্ধ। শরিয়ত যার অংশ নিজেই নির্ধারণ করে রেখেছে তার জন্য নির্ধারিত অংশের থেকে অধিক অংশ ওসিয়্যত করা অবৈধ। তবে যারা ওয়ারিস নয়, যেমন, বোন, ভাই, পৌত্র- এদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়্যত করা যেতে পারে।

32- لَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ

(প্রদত্ত সদকা ফিরিয়ে নিও না)

যে বস্তু একবার সদকা হিসেবে প্রদান করা হয় সেটিকে ফিরিয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ, এমনকি মূল্য দিয়েও নয়। তবে যদি অন্য কোন ব্যক্তি সদকা দিয়ে থাকে তবে সদকা গ্রহণকারী এই সদকাকে সদকা প্রদানকারী ব্যক্তি ছাড়া নিজেদের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে।

33- اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

(কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়াই হল প্রকৃত তওবা)

কৃত পাপের জন্য কেবল মৌখিক তওবা করা কোন মূল্য রাখে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে লজ্জাবোধ জন্মায়।

34- اِجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِرٍ

(প্রত্যেক নেশাদ্রব্য থেকে বিরত থাক)

কেননা, প্রত্যেক নেশার অভ্যাস স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে, অভ্যাসের দাসে পরিণত করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে অলস করে তোলে।

35- لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

(মৃত্যুর আকাঙ্খা করো না)

কেননা, মৃত্যুর পর কর্মের ধারা ব্যহত হয়ে যায় এবং খুব সম্ভব এই মৃত্যুর আকাঙ্খা করতে করতে অবশেষে মনে আত্মহত্যার চিন্তা উদয় হয়।

মৃত্যুর আকাঙ্খা করার এও অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার নিয়ামতরাজির অস্বীকারকারী এবং সে মনে করে যে, ইহজগতে তার উপর খোদা তা'লার কোন অনুগ্রহ নাই।

36- اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ

(কথা বলার পূর্বে সালাম করার রীতি অবলম্বন কর)

অর্থাৎ যখন কারোর সঙ্গে সাক্ষাত কর বা কোন মজলিসে প্রবেশ কর তখন সালাম কর। এর পর কিছু কথা বলার থাকলে তা বল।

37- تَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

(দোয়া পরিত্যাগ করা পাপ)

অর্থাৎ যারা মনে করে যে, খোদা তা'লা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। অতএব তাঁর কাছে দোয়া করা বা চাওয়া অনুচিত, তাদেরকে এই হাদিসটির বিষয়ে চিন্তা করা দরকার।

38- زِنْ وَارْجِحْ

(পরিমাপ করার সময় সঠিকভাবে পরিমাপ কর, বরং অধিক পরিমাণে দাও)

এই নির্দেশটি বিশেষ করে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। তারা যেন পরিমাপ করার সময় ক্রেতাকে ঠকানোর পরিবর্তে সঠিক ওজন পরিমাপ করে বরং অনুগ্রহ স্বরূপ একটু যেন বেশিই দেয়।

39- اِتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاۤءِ

(নারীদের বিষয়ে খোদা তা'লা সম্পর্কে ভীত হও।)

কেননা, নারীরা দুর্বল প্রকৃতির, স্বল্পজ্ঞানী এবং কারোর অধীনস্ত হয়ে থাকে। অতএব, তাদের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান হও এবং তাদের উত্তম প্রশিক্ষণ দাও।

40- طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ

(বৈধ রিযক সন্ধান করাও এক প্রকার জিহাদ বা সংগ্রাম)

বিশেষ করে বর্তমান যুগে বৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করা একটি দূরূহ বিষয়। চোর বাজার, প্রতারণা, ঠগবাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ,অপরের অধিকার গ্রাস এবং আত্মসাৎ এমন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধর মাঝের তফাৎটুকুও অবশিষ্ট নাই। দুধ বিক্রেতা রোযা রেখে দুধে পানি ভেজাল দেয়। অনুরূপভাবে মাসে ১০০ টাকার বেতনধারী কর্মী বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং অজুহাত দেয় যে, তার বেতন ৫০০ টাকা হলে বিয়ে করবে। আর সেই সময় পর্যন্ত সে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য যত প্রকারের অন্যায় পথ অবলম্বন করে শরীয়তে তা সবই অবৈধ।

সমাপ্ত